মেহেরপুরে সরকারি অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় সিডিপি (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস) কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এলআরডির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিডিপির চেয়ারম্যান উম্মে হানি চায়না।

সিডিপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আবু সালেহ, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন এবং সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোস্তফা মইমসহ অন্যান্যরা।

বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীরা অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড তৈরির জন্য কোনো ধরনের দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর কাছে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়।

তারা আরও বলেন, কার্ডধারীরা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকারি সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

মুজিবনগরে এনসিপির উঠান বৈঠক

“উঠানে নতুন সংবিধান” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাধারণ মানুষের সাথে উঠান বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীরা।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা এনসিপি কমিটির যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক ও প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম প্রধান সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্লা রহমাতুল্লাহ।

জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আল মামুন সেন্টু এবং উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী তারিকুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার এনসিপি নেতৃবৃন্দ।

আত্মহননের চেষ্টায় ব্যর্থ মানুষগুলোর পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে

যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তারা সমাজে অনেক সময় অবহেলার শিকার হন। তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়, তারা স্বাভাবিকভাবে সমাজে মিশতে পারেন না। অথচ এই মানুষগুলোকেই আমাদের আগলে রাখতে হবে। তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বলুহর

ইউনিয়ন পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশেষ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

জেলা প্রশাসক জানান, বাংলাদেশের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঝিনাইদহ জেলায়। এ নিয়ে আমরা প্রতিটি উপজেলায় কাজ করছি। ইতোমধ্যে কয়েকটি উপজেলার কিছু ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যদিও একা আমার পক্ষে জেলার সব ইউনিয়নে গিয়ে সবার কথা শোনা সম্ভব নয়, তবুও উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জীবনকে ভালোবাসুন, আত্মহত্যাকে না বলুন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা সচেতনতামূলক কাজ করছি, এই উঠান বৈঠক তারই অংশ।

উঠান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বসির আহমেদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম এবং বলুহর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওলিয়ায় বহমান।

উঠান বৈঠকে বলুহর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে গত ২৫ বছরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া মোট ৪৫ জন।

তথ্য আপা’র সেবা জানাতে উঠান বৈঠকে মিরপুরের ইউএনও

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প ‘তথ্য আপা’র সেবা জানাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদের সঙ্গে উঠান বৈঠক

করছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুল ইসলাম।

শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নে এক উঠান বৈঠকে ৮০ জন প্রান্তিক নারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমন্বয় করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের স্থানীয় কর্মকর্তা।

ইউএনও মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, গ্রামের নারীরা এখন প্রায় সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। দৈনন্দিন কাজের খুটিনাটি শিখতে এখন আর প্রশিক্ষকের কাছে যেতে হয় না। তাই ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পে ডিজিটাল অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে ঘরে বসে সেবা পেতে পারেন তার জন্য উঠান বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উঠান বৈঠকগুলোতে একেকদিন একেকজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামসেদ আলী ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম নান্নু উপস্থিত ছিলেন। তারা ‘তথ্য আপা’র মাধ্যমে হাঁস-মুরগি ও গবাধি পশু কিভাবে পালন করলে দ্রুত লাভবান হওয়া যাবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া নারী অধিকার, বাল্যবিয়ে, কিশোরগ্যাং, পারিবারিক কলহসহ প্রয়োজনের মুহূর্তে কীভাবে জরুরি সেবা পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।